ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৬৯৯

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২১

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক সমকাল"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

২৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার প্রথম পাতায় **"ছুটি শেষেও বিদেশে বসে অফিস করতে চান ওয়াসা এমডি"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

পরিবেশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ঢাকা ওয়াসাকে জনমনে হেয় প্রতিপন্ন করার একটি অপচেষ্টা। প্রতিবেদক প্রকৃত তথ্যকে গোপন করে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। আর ঢাকা ওয়াসার সন্মানিত চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাও সঠিক বক্তব্যের প্রতিফলন নয়। কারণ চেয়ারম্যান মহোদয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ছুটি সম্পর্কিত বিষয়ে কোন কথাই বলেননি। বোর্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালকের 'ছুটি নয়', অন ডিউটি টেলিওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার শর্তে বিদেশে যাবার অনুমোদন দিয়েছেন । সুতারাং, এটি তথ্য বিকৃতির নামান্তর।

প্রথমতঃ ঢাকা ওয়াসা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোন ছুটি নেন নাই। ঢাকা ওয়াসা একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবামূলক বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা ওয়াসা আইন-১৯৯৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। ওয়াসা আইন, ১৯৯৬ এর বিধি ২৮(৪) মতে বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে অনলাইনে (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) তিনি তার কার্য সম্পাদন করছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সময় বেশী লাগায় আরও ০১ (এক) মাস টেলি ওয়ার্ক/ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর আবেদন করেছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, বহিঃ বাংলাদেশ গমনের জন্য জিও (গর্ভমেন্ট অর্ডার) ইস্যু করে সরকার, যা কোন ছুটি বা অন্য কোন কিছুর অনুমোদন নয়। সুতরাং জিও এবং অফিস আদেশ এক না। দুটির অর্থ ও কার্যক্রম ভিন্ন। জিও ইস্যু করে সরকার আর অফিস আদেশ জারী করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। তবে তা কখনোই সংঘর্ষিক নয়, বরং কাজের সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি অন্যটির পরিপূরক। ঢাকা ওয়াসার অফিস আদেশে প্রত্যেক উইং প্রধানের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কি করবেন তা সুস্পষ্ট করে বলা আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসা ইতোমধ্যে ডিজিটাল ওয়াসায় রুপান্তরিত হয়েছে। পানি সরবরাহের যাবতীয় কাজের নিয়ন্ত্রণ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) এর মাধ্যমে করা হয়। করোনাকালীন বিগত দেড় বছর ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনলাইন নির্দেশনায় সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। নীতি নির্ধারনী বিষয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করার নির্দেশনা দেয়া আছে।

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক যথাযথভাবে তথা ওয়াসা বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং অফিসের কাজ ভার্চুয়ালি পরিচালনা করছেন।

৩০/৭/২০২১

এক্ষেত্রে নিয়ম বা আইনের কোনো ব্যত্যয় তিনি ঘটাননি। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারণে ই-নথি, ই-মিটিং সবই এখন ভার্চুয়ালি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বর্তমানে সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/প্রাইভেটসহ বেশিরভাগ সংস্থায় দাপ্তরিক/প্রশাসনিক কার্যক্রম অনলাইনে হচ্ছে। উন্নয়ণ সহযোগি সংস্থাগুলিও ঢাকা ওয়াসার ডিজিটাল কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা দেশে- বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, **"ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচী"** এর আলোকে ঢাকা ওয়াসার বর্তমান এমডি'র নেতৃত্বে মোটা দাগে বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। যেমন, রাজস্ব আয় তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পাওয়া, শতভাগ অনলাইন বিলিং সিস্টেম চালুকরণ। রাজধানীর সকল নিম্ন আয়ের বস্তিবাসীদেরকে বৈধ এবং নিরাপদপানি সরবরাহ নেট ওয়ার্কের আওতায় আনা, সিস্টেম লস ৪০% থেকে ২০% এর নিচে নামিয়ে আনা বিশেষ করে ডিএমএ (ডিষ্ট্রিক্ট মিটারড এরিয়া) এলাকায় ৫-৭%নামিয়ে আনা বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম সাফল্য। এছাড়া ঢাকা ওয়াসা এডিবি কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়ার **"বেস্ট ওয়াটার ইউটিলিটি"** হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সেজন্য ঢাকা ওয়াসাকে দক্ষিণ এশিয়ার **'রোল মডেল'** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

০৩/৭/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।